JAN. 30 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৪...

ভোরের কাগজ

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিয়োগ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে

ভোরের কাগজ রিপোর্ট ॥ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত শিক্ষককে উপাচার্য নিয়োগ দেয়া নিয়ে নতুন করে তোলপাড় শুরু হয়েছে। এই নিয়োগের বিরোধিতায় আওয়ামী লীগ সমর্থক শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে এবার যোগ দিয়েছেন সরকারদলীয় সংসদ সদস্যরা। বিক্ষুব্ধ শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সংসদ সদস্যরা বলেছেন, 'তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত কেউ স্কুল-কলেজের শিক্ষক হতে পারবেন না

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

## জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রথম পাতার পর

অথচ একাধিক তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হবেন এটা হতে পারে না।' জানা গেছে, বিষয়টি শেষে মামলা পর্যন্ত গড়াতে পারে। 'তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষকদের নিয়োগ না দেয়ার সিদ্ধান্তে ইতোমধ্যে দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ২৫ সহস্রাধিক তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে স্কুল-কলেজে চাকরি করছেন। তাঁরা এমপিওভুক্তির আশায় আছেন। কিন্তু নতুন এই নিয়মের কারণে তাঁরা এমপিওভুক্ত হতে পারবেন না। তাঁদের বছরের পর বছরের শ্রম বৃথা যাবে। এসব শিক্ষক নিজ নিজ এলাকায় এমপিদের কাছে ধর্না দিচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট এমপিরা বিষয়টি সংসদে তুললে শিক্ষামন্ত্রী সরাসরি নাকচ করে দেন। অথচ শিক্ষামন্ত্রীর উদ্যোগেই তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছরের অক্টোবর মাসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগ দেয়া হয় অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্যকে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পান অধ্যাপক কায়েসউদ্দিন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পান অধ্যাপক মুঃ লুৎফর রহমান। এই তিনটি নিয়োগ নিয়েই ক্ষমতাসীন দল সমর্থিত শিক্ষকদের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়। শিক্ষক সমাজসহ গোটা বুদ্ধিজীবী মহলে সৃষ্টি হয় অসন্তোষ। কারণ প্রথমজন দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও তাঁর একাডেমিক যোগ্যতা অত্যন্ত নিম্নমানের। ম্যাট্রিক থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত তিনটি তৃতীয় বিভাগ রয়েছে। পরবর্তী দু'জনের আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে কোন সংশ্লিষ্টতা ছিল না। আওয়ামী লীগের রাজনীতি সমর্থন করার কারণে দীর্ঘদিন ধরে নানা ক্ষেত্রে বঞ্চিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এই নিয়োগে হতভম্ব হয়ে যান।

সূত্র জানায়, অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্যকে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিছু গোপনীয়তা অবলম্বন করে। নিয়মানুযায়ী মন্ত্রণালয় থেকে একাধিক প্রার্থীর নাম, জীবনবৃত্তান্ত ও সামারি (সারসংক্ষেপ)সহ চ্যান্সেলরের (প্রধানমন্ত্রী) কাছে পাঠাতে হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয় নাকি শুধু দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের নাম পাঠায় এবং নামের সঙ্গে জীবনবৃত্তান্ত (সিভি) পাঠায়নি। জানা গেছে, ভট্টাচার্যের জীবনবৃত্তান্ত পাঠালে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ভিসি নিয়োগ নাও দিতে পারেন– এই আশঙ্কায় সিভি দেয়া হয়নি। ডঃ ভট্টাচার্যের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করার সময়ে দেয়া সিভিতে দেখা যায়, তিনি ১৯৫৮ সালে ম্যাট্রিক দ্বিতীয় বিভাগ, '৬০ সালে আইকম-এ তৃতীয় বিভাগ, '৬২ সালে বিকম (পাস)-এ অটো প্রমোশন, '৬৪ সালে এমকম-এ ২য় শ্রেণী, '৬৬ সালে এমএ অর্থনীতিতে ৩য় শ্রেণীতে পাস করেন। ১৯৭৭ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।

অধ্যাপক দুর্গাদাসের নিয়োগ প্রসঙ্গে এক প্রগতিশীল, নিরপেক্ষ শিক্ষক বলেন, ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এত লো-কোয়ালিফাইড কোন শিক্ষক কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ পাননি। তিনি বলেন, উনিশ শতকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমেই এই ভূখণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন শুরু হয়। বিশ শতকের শুরুতে স্থাপিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল, এমনকি বাংলাদেশ আমলেও এ ধরনের ঘটনা আর ঘটেনি। উপাচার্য পদটি রাজনৈতিক, সেক্ষেত্রে যে কেউ নিয়োগ পেতে পারেন। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে বললে অপর এক শিক্ষক বলেন, মতপথের ভিন্নতা সকল উপাচার্যেরই ছিল এবং আছে। কিন্তু কারও শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে ইতোপূর্বে প্রশ্ন তোলা যায়নি।

আওয়ামী লীগ সমর্থক এক প্রবীণ শিক্ষক বলেন, আওয়ামী লীগ সমর্থকযোগ্য শিক্ষকদের আকাল পড়েনি যে, যে কাউকে ধরে উপাচার্য বানাতে হবে। আশা করি প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবেন।